

আম্মাজান আয়েশার বিয়ের বয়স নিয়ে বিভ্রান্তির জবাব | ইতিহাস,

হাদিস ও যুক্তির আলোকে

লেখক: আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

ইতিহাসের আলোচনায় কিছু বিষয় যুগে যুগে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি একটি বহুল আলোচিত ও প্রায়শই ভুলভাবে উপস্থাপিত বিষয় হলো আম্মাজান আয়েশার বিবাহকালীন বয়স। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন মহল-বিশেষ করে ইসলামবিদ্বেশী ও অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচকরা-এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ফলে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেকেই প্রকৃত সত্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো সেই বিভ্রান্তির নিরসন করা এবং ইতিহাস, হাদিস ও যুক্তির সমন্বিত আলোকে বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা। লেখক এখানে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আম্মাজান আয়েশার বিবাহকালীন বয়স ৬ বছর ছিল-এই প্রচলিত ধারণাটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে; বরং বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল, বর্ণনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে তাঁর বয়স প্রায় ১৯ বছর ছিল।

বইটিতে প্রাচীন ইতিহাসের সূত্র, হাদিসের বর্ণনা, বর্ণনাকারীদের অবস্থান, সময়কাল নির্ণয়, এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তির আলোকে বিষয়টি বিচার করে পাঠকের সামনে একটি সুসংগঠিত ও চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এতে করে

পাঠক শুধু একটি মতামতই পাবেন না, বরং বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানও হাতে পাবেন।

আমাদের লক্ষ্য কারো বিশ্বাসে আঘাত করা নয়; বরং সত্যের অনুসন্ধান করা এবং পাঠকদের সামনে একটি যুক্তিনির্ভর ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা তুলে ধরা। আশা করা যায়, এই বইটি পাঠকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, বিভ্রান্তি দূর করবে এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রেরণা জোগাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সত্যকে চিনতে ও গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

□ আন্মাজান আয়েশার বিবাহের সঠিক বয়স বিশ্লেষণ

আন্মাজান আয়েশার বিবাহ হয় ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে এবং হিজরতের ২ বছর আগে অর্থাৎ হিজরি সন শুরুর আগে,। আন্মাজান আয়েশার যখন বিবাহ হয় তখন তার বয়স নাকি ৬ ছিলো এটা সহীহ বর্ণনাতে পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ এই বয়স ঐতিহাসিকভাবে কতটুকু সত্যতা বহন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়, আন্মাজান আয়েশার বড় বোন আসমা তার থেকে ১০ বছরের বড়,। আর আসমা (রঃ) মারা যান ৭৩ হিজরি সনে ৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তখন বয়স হয়েছিলো ১০০ বছর । ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে আসমা (রঃ) বয়স ছিলো $(১০০-৭৩)=২৭$ বছর যেহেতু হিজরি সন শুরু হওয়ার দু বছর আগে আন্মাজান আয়েশার বিবাহ হয়েছে সেটা যদি ধরি তাহলে $(২৭-২)=২৫$ বছর । আন্মাজান আয়েশার বোনের ১০ বছরে ছোটো

আর আসমা (রঃ) ১০ বছরের বড় তাহলে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে আন্মাজান আয়েশার বয়স হয় $(২৫-১০)=১৫$ বছর ।

অর্থাৎ আন্মাজান আয়েশার বিবাহের বয়স ছিলো ১৫ বছর ৬ বছর নয় ।

□ রসূল (সাঃ) এর সাথে আন্মাজান আয়েশার বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন শুরু

■ আল-ইজাবাহ লি-ইরাদি মা ইস্তাদরাকাতহ আযিশাহ আলাস সাহাবাহ, পৃঃ ৮৮।

লেখকঃ ইমাম বদরুদ্দীন আয-যারকাশী

(৭৪৫-৭৯৪ হিজরি)

تزوجها رسول الله له بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث بعد موت خديجة وقبل سودة بنت زمعة، وقيل: بعدها وهذا هو الأشهر والأول حكاه ابن عبد البر (١) عن غير واحد، ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢) من حديث هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إليَّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة ... الحديث. وقالت في آخره في بعض طرقه : وكانت أول امرأة (٣) تزوجها بعدي (٤) .

তিনি (নবী ﷺ) তাকে মক্কায় হিজরতের দুই বছর আগে বিবাহ করেন—কেউ কেউ বলেন তিন বছর আগে—খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর এবং সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ)-এর আগে। আবার কেউ বলেন, তাঁর পরেও (বিবাহ সংঘটিত হয়), আর এটিই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

প্রথম মতটি ইবন আবদুল বার (রহ.) একাধিক আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।

এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হিশাম থেকে, তাঁর পিতা থেকে, আযিশার সূত্রে একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন:

“আমি এমন কোনো নারী দেখিনি, যার জায়গায় (অবস্থানে) থাকার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ)-এর চেয়ে বেশি...”

হাদিসের শেষ অংশে কিছু বর্ণনায় এসেছে:

“তিনি (সাওদা) ছিলেন আমার পরে বিবাহিত প্রথম নারী।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive <https://share.google/ipyo4V2yZ4lVUNeGV>

■ আল-ইজাবাহ লি-ইরাদি মা ইস্তাদরাকাতহ আযিশাহ আলাস সাহাবাহ, পৃঃ ৩৯।

লেখক: ইমাম বদরুদ্দীন আয-যারকাশী

(৭৪৫-৭৯৪ হিজরি)

تزوجها رسول الله الا الله بمكة قبل الهجرة بسنتين ، وقيل بثلاث بعد موت خديجة وقبل سودة بنت زمعة ، وقيل : « بعدها » وهذا هو الأشهر . والأول حكاية ابن عبد البر عن غير واحد ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة .. الحديث » . وقالت في آخره في بعض طرقه : « وكانت أول امرأة تزوجها بعدي »

তিনি (নবী ﷺ) তাকে মক্কায় হিজরতের দুই বছর আগে বিবাহ করেন—কেউ কেউ বলেন তিন বছর আগে—খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর এবং সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ)-এর আগে। আবার কেউ বলেন, তাঁর পরেও (বিবাহ সংঘটিত হয়), আর এটিই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

প্রথম মতটি ইবন আবদুল বার (রহ.) একাধিক আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।

এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হিশাম থেকে, তাঁর পিতা থেকে, আযিশার সূত্রে একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন:

“আমি এমন কোনো নারী দেখিনি, যার জায়গায় (অবস্থানে) থাকার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ)-এর চেয়ে বেশি...”

হাদিসের শেষ অংশে কিছু বর্ণনায় এসেছে:

“তিনি (সাওদা) ছিলেন আমার পরে বিবাহিত প্রথম নারী।”

PDF লিংক:

Source: مكتبة نور <https://share.google/yQTj6RZakuRGGuC4j>

◆ বিশ্লেষণ: তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্সাজান আযেশার বিবাহ হয় হিজরি সন শুরুর আগেই অর্থাৎ ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে। আর দাম্পত্য জীবন শুরু হয় ২য় হিজরি সনে।

□ আশ্মাজান আয়েশার বড় বোন আসমা বিনতে আবু বকর (রঃ) ছিলেন ১০ বছরের বড়

■সিয়ার আ'লামিন নুবালা,খন্ড:৩,পৃ:৫২০-৫২১।

লেখক: ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হিঃ)

قال عبد الرحمن بن أبي الزناد : كانت أسماء أكبر من عائشة بعشر .

“আবদুর রহমান ইবন আবি যিনাদ বলেন: আসমা আয়েশার চেয়ে দশ বছর বড় ছিলেন।”

PDF লিংক:

<https://shamela.ws/book/22669/1617>

■সিয়ার আ'লামিন নুবালা,খন্ড:২,পৃ:২৮৭-২৮৯।

লেখক: ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হিঃ)

قال عبد الرحمن بن أبي الزناد : كانت أسماء أكبر من عائشة بعشر .

“আবদুর রহমান ইবন আবি যিনাদ বলেন: আসমা আয়েশার চেয়ে দশ বছর বড় ছিলেন।”

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/IPHDwpKYFOoFNGg0B>

□ আসমা বিনতে আবু বকর (রঃ) ৭৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন

■আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,খন্ড:১২,পৃ:২২৪।

লেখক: ইবন কাসীর (৭০১-৭৭৩হিঃ)

وقد عُمرت [٧/٧٩] أسماء دهرًا صالحاً وأضرَّتْ في آخر عمرها . وقيل : بل كانت صحيحة البصر لم يسقط لها من " . وأدركت قتل ولدها (٢) في هذه السنة ، كما ذكرنا ، ثم ماتت بعده بخمسة أيام . وقيل : بعشرة . وقيل : بعشرين . وقيل : ببضعة وعشرين يوماً . وقيل : عاشت بعده مائة يوم . وهو الأشهر . وبلغت من العمر مائة سنة ، ولم يسقط لها من ، ولم ينكر لها عقل ، رحمها الله ، ورضى عنها" . وقد روت عن النبي عدة أحاديث طيبة مباركة ، رضي الله عنها ، ورحمها .

(1) قال ابن جرير : وفي هذه السنة - يعنى سنة ثلاث وسبعين

“আসমা (রাঃ) দীর্ঘ একটি উত্তম জীবন লাভ করেছিলেন। তবে জীবনের শেষদিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আবার কেউ বলেছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ঠিকই ছিল, কিছুই নষ্ট হয়নি।

তিনি এই বছরেই তাঁর পুত্রের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। এরপর তিনি তার পাঁচ দিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ বলেছেন দশ দিন পরে, কেউ বলেছেন বিশ দিন পরে, কেউ বলেছেন বিশের কিছু বেশি দিন পরে। আবার কেউ বলেছেন, তিনি তাঁর পুত্রের পরে একশত দিন জীবিত ছিলেন। এটিই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

তিনি একশত বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর কোনো দাঁত পড়েনি এবং তাঁর বুদ্ধিতেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

তিনি নবী ﷺ থেকে বহু উত্তম ও বরকতময় হাদিস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁকে রহম করুন।

(১) ইবন জারীর বলেছেন: “এই বছরেই — অর্থাৎ ৭৩ হিজরিতে —

PDF লিংক:

<https://share.google/bWAGIMS5qVipcyQQC>

■ তাহযীবুল কামাল ফী আসমা আল রিজাল, খন্ড: ৩৫, পৃ: ১২৫।

লেখক: হাফিজ আল-মুতকিন জামালুদ্দীন আবু আল-হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিজ্জি
(৬৫৪-৭৪২ হিজরি)

وتوفيت أسماء بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبدالله بن الزبير بيسير لم
تلبث بعد إنزاله من الخشبة ودفنه إلا ليالي، وكانت قد ذهب بصرها .

واختلف في مكنتها بعد ابنها عبدالله، فقيل : عاشت بعده عشرة أيام، وقيل: عشرين يوماً ، وقيل : بضعة
وعشرين يوماً حتى أتى جواب عبد الملك فأنزل ابنها من الخشبة، وماتت وقد بلغت مئة سنة .

وقال هشام بن عروة، عن أبيه كانت أسماء قد بلغت مئة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل.
روى لها الجماعة .

আসমা (রাঃ) মক্কায় ৭৩ হিজরির জমাদাল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর
ছেলে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর নিহত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই তিনি মৃত্যুবরণ
করেন। ছেলেকে শূলে ঝুলানো অবস্থা থেকে নামিয়ে দাফন করার পর তিনি মাত্র
কয়েক রাত জীবিত ছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।

তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর তিনি কতদিন বেঁচে ছিলেন—এ বিষয়ে মতভেদ
রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি দশ দিন জীবিত ছিলেন। কেউ বলেছেন, বিশ
দিন। আবার কেউ বলেছেন, বিশের কিছু বেশি দিন বেঁচে ছিলেন; অবশেষে
আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলে তাঁর ছেলেকে শূল থেকে নামানো হয়।
তিনি মৃত্যুকালে একশত বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন।

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: আসমা (রাঃ) একশ
বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনো দাঁত পড়েনি এবং তাঁর
বুদ্ধিশক্তিতেও কোনো পরিবর্তন আসেনি।

তাঁর থেকে “জামাআহ” (অর্থাৎ প্রধান হাদিস সংকলকগণ) হাদিস বর্ণনা
করেছেন।

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/0czveBURfD05vAMmZ>

■তাকরীবুত তাহযীব,পৃঃ৭৬১,বর্ণনাঃ৮৫২৫।

লেখকঃ ইবনে হাজার আসকালানি

اسماء بنت أبي بكر الصديق ، زوج الزبير بن العوام : من كبار الصحابة ، عاشت مئة سنة ، وماتت سنة ثلاث - أو أربع - وسبعين . ع .

كاشف الذهبى : عنها أبنائها : عروة وعبد الله ، وحفيدها عباد ، ماتت بمكة ٧٣ .

আসমা বিনতে আবি বকর আস-সিদ্দীক, তিনি যুবাইর ইবন আওয়ামের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি একশত বছর জীবিত ছিলেন এবং ৭৩ অথবা ৭৪ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। “ ৬৮ ” চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে তাঁর হাদিস ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

“আল-কাসিফ” গ্রন্থে ইমাম যাহাবি বলেন:

তাঁর থেকে তাঁর দুই ছেলে উরওয়া ও আব্দুল্লাহ এবং তাঁর নাতি আব্বাদ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭৩ হিজরিতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive <https://share.google/Bgl04sbSglTqYg8hW>

■তাহযীবুত তাহযীব,খন্ডঃ১১,পৃঃ১০৯,বর্ণনাঃ৮৫৯৮।

লেখকঃইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী(৬৭৩-৭৪৮হিঃ)

إسحاق أنها أسلمت بعد إسلام سبعة عشر إنسانا ، قال : وتوفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها بيسير ، لم تلبث بعد إنزاله 11-11/1173 من الخشبة ودفنه إلا لياني ، وكانت قد ذهب بصرها وعن ابن

وقيل : عاشت بعده عشرة أيام . وقيل : عشرين يوما وبلغت مائة سنة قال هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كانت أسماء قد بلغت مائة سنة لم يسقط لها من ولم ينكر لها عقل .

“ইসহাক বলেন, তিনি সতেরো জন মানুষের ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কায় ৭৩ হিজরির জমাদাল উলা মাসে তাঁর ছেলে নিহত

হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ফাঁসির কাঠ থেকে নামিয়ে দাফন করার পর তিনি মাত্র কয়েক রাত জীবিত ছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।

আরও বলা হয়েছে, তিনি তাঁর ছেলের মৃত্যুর পরে দশ দিন জীবিত ছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, বিশ দিন জীবিত ছিলেন। তিনি একশ বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন।

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আসমা একশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন; অথচ তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি এবং তাঁর বুদ্ধিতেও কোনো বিকৃতি আসেনি।”

PDF লিংক:

Source: المكتبة الوقفية للكتب المصورة <https://share.google/Cs8rCeWZeGJMSWO6I>

■ কাশফুল লুকতা - শরহ উমদাতিল আহকাম, খন্ড: ৬, পৃ: ৫২০।

লেখক: ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সাফারিনি (১১১৫-১১৮৮হি:)

وماتت أسماء - رضي الله عنها - بعد ابنها - رضي الله عنه - بعشرة أيام، وقيل : بعشرين، وقيل: ببضعة وعشرين، بعد إنزال ابنها عن الخشبة التي صلب عليها، وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة، وكان عمرها يومئذ مئة سنة، ولم ينكر من عقلها شيء، ولم يسقط لها سن، غير أنها قد ذهب بصرها

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) তাঁর ছেলের (রা.) মৃত্যুর পরে দশ দিন পর ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেছেন বিশ দিন পরে, আবার কেউ বলেছেন বিশ দিনের কিছু বেশি পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এটি ঘটে তাঁর ছেলেকে ফাঁসির কাঠ (যেখানে তাকে শূলে চড়ানো হয়েছিল) থেকে নামানোর পর। ঘটনাটি ছিল ৭৩ হিজরি সালে মক্কায়।

সেই সময় তাঁর বয়স ছিল একশ বছর।

তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির কোনো পরিবর্তন হয়নি, কোনো দুর্বলতাও দেখা যায়নি, এবং তাঁর কোনো দাঁতও পড়েনি। তবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।

PDF লিংক:

<https://share.google/zudXwVWZsaEzbWm0b>

■ মুদাওয়ানাতু আহকামিল ওয়াকফিল ফিকহিয়াহ, খন্ড:৩, পৃ:৩৩১, বর্ণনা:৫৬।

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ الصَّدِيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَثْمَانَ ذَاتِ النُّطَاقَيْنِ، كَانَتْ أُخْتُ عَائِشَةَ لِأَبِيهَا، وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنْ عَائِشَةَ بِعَشْرِ سَنِينَ، وَكَانَتْ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ابْنِهَا حَتَّى قُتِلَ، وَبَقِيَتْ مِائَةَ سَنَةٍ حَتَّى عَمِيَتْ، وَمَاتَتْ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَتْلِ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ بَلِيَالٍ وَقِيلَ: قَدْ بَلَغَتْ مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَقَعْ لَهَا سَنٌ، وَلَمْ يَنْكُرْ مِنْ عَقْلِهَا شَيْئًا (")

“আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (আব্দুল্লাহ ইবন উসমান ইবন আবু কুহাফা)-এর কন্যা, যিনি ‘যাতুন নিতাকাইন’ (দুই কোমরবন্ধনধারিণী) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার দিক থেকে আয়েশা বিনতে আবু বকর-এর বোন।

তিনি আয়েশার চেয়ে দশ বছর বড় ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর-এর সঙ্গে ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি শহীদ হন।

এরপর তিনি একশ বছর জীবিত ছিলেন, পরে অন্ধ হয়ে যান। তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের হত্যার পরে ৭৩ হিজরিতে কয়েক রাত পর।

আরও বলা হয়েছে, তিনি একশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন; তাঁর কোনো দাঁত পড়েনি এবং তাঁর বুদ্ধিশক্তিতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি।”

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/40ba18JKqfDmsWYrf>

■আল-মুস্তাখরাজ মুনাফা লিত-তায়কিরা ওয়াল মুস্তাফা মিন আহওয়ালিন
নারিল মা'রিফা, খন্ডঃ২,পৃঃ৪৮৪।

লেখকঃ আবু আল-কাসিম আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন
মানদাহ

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ، كَانَتْ أُخْتُ عَائِشَةَ لِأَبِيهَا، وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنْ عَائِشَةَ بِعَشْرِ
سِنِينَ، وَكَانَتْ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ابْنِهَا حَتَّى قُتِلَ، وَبَقِيَتْ مِائَةَ سَنَةٍ حَتَّى عَمِيتُ، وَمَاتَتْ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَتْلِ
ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ بَلِيَالٍ، وَقِيلَ : قَدْ بَلَغَتْ مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَقَعْ لَهَا سِنٌ، وَلَمْ يُنْكَرْ
مِنْ عَقْلِهَا شَيْئًا، رَوَى عَنْهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدِيثَهَا : (لَا شَيْءَ أَغْيُرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ).

আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক-এর কন্যা, যিনি “যাতুন
নিতাকাইন” (দুই কোমরবন্ধনধারিণী) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর
পিতার দিক থেকে আয়েশা বিনতে আবু বকর-এর বোন ছিলেন। তিনি
আয়েশার চেয়ে দশ বছর বড় ছিলেন।

তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর-এর সঙ্গে ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি
শহীদ হন। এরপর তিনি একশ বছর জীবিত ছিলেন, পরে অন্ধ হয়ে যান।
তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের হত্যার পরে
৭৩ হিজরিতে কয়েক রাত পর।

আরও বলা হয়েছে, তিনি একশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন; তাঁর কোনো
দাঁত পড়েনি এবং তাঁর বুদ্ধিশক্তিতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তার কাছ থেকে উরওয়া ইবন যুবাইর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে
রয়েছে:

“আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মসম্মানবোধকারী আর কেউ নেই” — এ ধরনের বহু
বর্ণনায়।

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفية للكتب المصورة <https://share.google/jVzpoN7U2D2HMGGIM>

■ আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফিয়াত, খন্ডঃ ৯, পৃঃ ৩৬, বর্ণনাঃ ১৬২৭।

লেখকঃ সালাহুদ্দীন খলীল ইবন আয়বাক আস-সাফাদী (মৃঃ ৭৬৪ হিঃ)

ديننت أبي بكر الصديق أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أم عبد الله بن الزبير، ذات النطاقين آخر المهاجرين والمهاجرات موتاً. وأنها قتيلة (1) بنت عبد العزى العامرية. أسلمت قديماً بمكة بعد سبعة عشر نفساً وبايعت رسول الله، وتزوجها الزبير رضي الله عنه وهاجر بها إلى المدينة وهي حامل، فولدت عبد الله بقاء، وشهدت اليرموك مع الزبير، فقالت له: يا أبا عبد الله، إن كان الرجل من العدو ليمر سريعاً فتصيب قدمه عدوة أطناب حيائي فيسقط على وجهه مينا ما أصابه سلاح، ثم طلقها الزبير (2)، فأقامت مع ابنها بمكة حتى قتل بمكة. كانت تقول: اللهم لا تمثني حتى تقر عيني بجثة عبد الله فلما أنزل من خشبته غسلته وكفنته ودفنته. وماتت بعده بأيام يسيرة سنة ثلاث وسبعين للهجرة. وهي وأبوها وابنهما وزوجها صحابيون، قيل:

إنها عاشت مائة سنة ولم يسقط لها بين

আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক-এর কন্যা, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর-এর মা। তিনি “যাতুন নিতাকাইন” (দুই কোমরবন্ধনধারিণী) নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হিজরতকারী নারী ও পুরুষদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারীদের একজন।

তিনি ছিলেন কুরাইশের বনু আমের গোত্রের কুতাইলা বিনতে আবদুল উযযা-এর কন্যা। তিনি মক্কায় প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন মাত্র ১৭ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূল -এর হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করেন।

তিনি যুবাইর ইবন আওয়াম-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পরে তিনি কুবাতে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে জন্ম দেন। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বদরের/ইয়ারমুকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন: “হে আবু আবদুল্লাহ (যুবাইর), যদি শত্রুর একজন লোক দ্রুত অতিক্রম করে যেত, তবে তার পায়ের আঘাতে আমার লজ্জাস্থানের কাপড় খুলে পড়ত এবং আমি লজ্জিত হতাম, অথচ তাকে কোনো অস্ত্র আঘাত করেনি।”

পরে যুৰাইৰ তাকে তালুক দেন। এৰপৰ তিনি মক্কাৰ তাঁৰ পুত্ৰৰ সঙ্গৈ অবস্থান করেন, যতক্ষণ না তাঁৰ পুত্ৰকে মক্কাৰ হত্যা কৰা হয়।

তিনি দোয়া কৰতেন:

“হে আল্লাহ! আমাকে যেন অপমানিত অবস্থায় মৃত্যু না দেন যতক্ষণ না আমি আমার পুত্ৰ আবদুল্লাহৰ লাশ দেখে চোখ শীতল কৰতে পাৰি।”

পরে যখন তাঁৰ পুত্ৰকে কাঠেৰ ফাঁসি থেকে নামানো হয়, তিনি নিজেই তাকে গোসল দেন, কাফন পৰান এবং দাফন করেন। এৰপৰ তিনি তাৰ কিছু দিনেৰ মধ্যেই ৭৩ হিজৰিতে ইন্তেকাল করেন।

তিনি, তাঁৰ পিতা, তাঁৰ পুত্ৰ এবং তাঁৰ স্বামী—সবাই সাহাবি ছিলেন।

কিছু বৰ্ণনায় আছে, তিনি একশ বছৰ জীৱিত ছিলেন এবং তাঁৰ কোনো দাঁত পড়েনি।

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/BRdKwVR9YuvKrHRIB>

আসুন এবাৰ বিশ্বাৰিত ক্যালকুলেশন কৰা যাক:

আয়শাৰ বড় বোন আসমা (ৰঃ) আয়শাৰ চেয়ে ১০ বছৰেৰ বড়।

আয়শাৰ বিবাহ হয় ৬২০ খ্ৰিষ্টাব্দে হিজৰতেৰ আগে এবং হিজৰি সন শুরু হওয়ার ২ বছৰ আগে।

আসমা (ৰঃ) মারা যান ৭৩ হিজৰি সনে ৬৯৩ খ্ৰিষ্টাব্দে।

আসমা (ৰঃ) যখন মারা যান তখন বয়স হয়েছিলো ১০০ বছৰ

অংকঃ ৬২০ খ্ৰিষ্টাব্দে আসমা (ৰঃ) বয়স ছিলো $(১০০-৭৩) = ২৭$ বছৰ

যেহতু হিজৰি গননার দুই বছৰ পূৰ্বে ৬২০ খ্ৰিষ্টাব্দ তাহলে $(২৭+২) = ২৯$ বছৰ

আসমা (ৰঃ) এর বয়স-২৯ ছিলো ৬২০ খ্ৰিঃ

আর আয়শার বয়স (২৯-১০)-১৯ বছর।

FacebookPost: <https://www.facebook.com/share/p/1K4f1Vm5DA/>

বিয়ের বয়স প্রসঙ্গে কুরআনের ইঙ্গিত:

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিয়ের বয়সের সময়-সীমা নির্ধারণ করেছেন বিচার বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত পবিত্র কোরআন কারিমের সূরা নিসা আয়াত ৬ বলেন,

[৪:৬]

■সূরা আন নিসা আয়াতঃ৬। [৪:৬]

"আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উল্লেখ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার।"

উক্ত আয়াতে পরিষ্কার যে এখানে বিয়ের বয়স বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার বয়স নির্দিষ্ট হয় নি। বলা হয়েছে বিচার বুদ্ধির কথা। ৬ বা ৯ বা ১৩ বছরের কোন ছেলে কিংবা মেয়ের জ্ঞান থাকে সীমিত। নিশ্চয় তাদের বিচার বুদ্ধি কম থাকবে। তারা তাদের সম্পত্তির হিসাব ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নারী বা পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে পারবে না!

যেখানে আল্লাহ বিয়ের বয়স নির্ধারিত করে দিয়েছেন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া এবং নিজের সম্পত্তির হিসাব রাখতে পারবে? অথচ রাসূল সাঃ আল্লাহর হুকুম

অমান্য করে বিচার বুদ্ধিহীন ৬ বছরের শিশু বিয়ে করেছে এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৬ বছর সংক্রান্ত হাদিসের তাহকীক:

সিহাহ সিহায় যেই সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগই হিসাম ইবনে উরওয়াহ থেকে বর্ণিত।

হাদিসটি অনেকটা এরকম:

▪সহিহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন), হাদিস নং-৫১৫৮।

قَبِيصَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَيِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

বর্ণনাকারী: 'উরওয়া (রহঃ)

তিনি বলেন, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশা (রাঃ) কে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন বাসর করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর এবং নয় বছর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে জীবন কাটান। (আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭৮১)

◆বিশ্লেষণ:

প্রচলিত যে তথ্য ৬ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ৯ বছর বয়সে সংসার জীবন শুরু করেছে তা শুধু ইরাকী রাবী দ্বারা হিসাম ইবনে উরওয়া হতে বর্ণিত হয়েছে। তাই হিসাম ইবনে উরওয়া সূত্রে বর্ণিত হাদিস গ্রহণ যোগ্য হবে না।

কারণ শেষ বয়সে তার সৃতিশক্তি নষ্ট ছিলো। এ-সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, তিনি শেষ বয়সে তথা ৭১ বছর বয়সে মদিনা থেকে ইরাক চলে

যাওয়ার পর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে তার বর্ণনায় অনেক কিছুই উল্টোপাল্টা হয়ে যেত। সেজন্য তার থেকে কোনো ইরাকী রাবী যত হাদীসই বর্ণনা করবে, সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবেনা। উল্লেখ্য, বুখারী শরীফে হযরত হিসাম ইবনে উরওয়াহ তিনি ইরাকি রাবী থেকেই এটি বর্ণনা করেন।

■আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাউসারী মিনাল

আবাতীল, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ৮৩৯, বর্ণনা: ২৬১।

লেখকঃ শাইখ আল্লামা আবদুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামানী (১৩১৩-১৩৮৬হিঃ)

هشام بن عروة بن الزبير |

بن العوام

تقدم ما يتعلق به في الفصل الثالث أوائل الكتاب (١).

وقال الأستاذ في حاشية (ص) (٩٨) من التأنيب على أن ما يؤخذ به هشام بعد رحيله إلى العراق أمور تتعلق بالضبط في التحقيق، وإلا فمالك أخرج عنه في «الموطأ».

أقول: في تهذيب التهذيب (٢): قال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته، ولم نر له في ذلك سلفاً». وقال الذهبي في «الميزان» (٣): هشام بن عروة أحد الأعلام، حجة، إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبداً وتغير الرجل تغيراً قليلاً، ولم يبق حفظه كهو في حال الشباب فنسي بعض حفظه أو وهم... ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها

হিশাম ইবন উরওয়া ইবন যুবাইর ইবন আওয়াম:

এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে তার সম্পর্কে যা প্রাসঙ্গিক, তা ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে।

আর "আত-তানীব" গ্রন্থের ৯৮ নং পৃষ্ঠার টীকায় লেখক বলেছেন:

"... হিশামের বিরুদ্ধে যা বলা হয়, তা মূলত তিনি ইরাকে যাওয়ার পর তাঁর বর্ণনার নির্ভুলতা ()) ضبط সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে। অন্যথায় ইমাম মালিক তো তাঁর থেকে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"

আমি বলছি: "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে:

"আবুল হাসান ইবনুল কাতান বলেছেন: জীবনের শেষদিকে তাঁর মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তবে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী কোনো আলেমকে আমরা এমন মন্তব্য করতে দেখিনি।"

আর ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন:

"হিশাম ইবন উরওয়া মহান আলেমদের একজন, নির্ভরযোগ্য (হুজ্জাহ), ইমাম। তবে বার্ষিক্যে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা কমে গিয়েছিল, যদিও তিনি কখনো সম্পূর্ণভাবে 'ইখতিলাত' (স্মৃতিবিভ্রাটে আক্রান্ত) হননি... তাঁর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল, এবং যুবক বয়সের মতো স্মৃতি আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে তিনি কিছু বিষয় ভুলে যেতেন অথবা কখনো ভুল করতেন... জীবনের শেষদিকে যখন তিনি ইরাকে যান, তখন তিনি বিপুল পরিমাণ জ্ঞান বর্ণনা করেন। এর মাঝে অল্প কিছু হাদিস ছিল যা তিনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেননি।"

PDF লিংক:

<https://share.google/burZukq0WL7dHRBBM>

■ বাদুল মুখতালিীন, পৃ: ৩১৯-৩২২, বর্ণনা: ১৫৬।

লেখক: মুহাম্মাদ ইবন স্বলআত আল-হাদাদ।

قال

مغلطاي : قال الأجري عن أبي داود : لما حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع هجره أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن وقال : لم يحدث عروة بهذا ، إنما كان يحدثنا بهذا يقطع السفر (٢)

قال الذهبي : هشام بن عروة أحد الأعلام ، حجة إمام ، لكن في الكبر تناقص حفظه ، ولم يختلط أبداً ، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا .

نعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشيبة ، فنسى بعض محفوظه أو وهم ، فكان ماذا ! أهو معصوم من النسيان !

ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك يسير أحاديث لم وجودها ، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع

মুগলতাই বলেন, আল-আজুরী আবু দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হিশাম ইবন উরওয়া "উন্মো যার" এর হাদিস বর্ণনা করেন, তখন আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করেন এবং বলেন:

"উরওয়া আমাদের কাছে এভাবে হাদিস বর্ণনা করতেন না। তিনি তো আমাদের কাছে এটি শুধু সফরের সময় কাটানোর জন্য বলতেন।"

এরপর ইমাম যাহাবী বলেন:

"হিশাম ইবন উরওয়া ছিলেন অন্যতম বড় আলেম, নির্ভরযোগ্য ও ইমাম পর্যায়ের মুহাদিস। তবে বার্ধক্যে তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছাননি যে তার হাদিস সম্পূর্ণ মিশ্রিত বা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। ইবনুল কাত্তান যে বলেছেন, তিনি ও সুহাইল ইবন আবি সালিহ স্মৃতিবিভ্রাটে আক্রান্ত হয়েছিলেন- এ কথার বিশেষ মূল্য নেই। ১]

হ্যাঁ, তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল। বার্ধক্যে তার স্মরণশক্তি যৌবনের মতো শক্তিশালী ছিল না। ফলে কিছু মুখস্থ বিষয় ভুলে গিয়েছিলেন বা কিছু ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি তো ভুলের ঊর্ধ্বে কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তি ছিলেন না।

জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি ইরাকে যান, তখন তিনি অনেক গুহান ও হাদিস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে অল্প কিছু হাদিস তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে

পারেননি। আর এ ধরনের সামান্য ভুল মালিক, শু'বা ও ওয়াকী এর মতো বড় ইমামদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।”

PDF লিংক:

<https://shamela.ws/book/793/318>

■ **বিশ্লেষণ:** [১] আমি আব্দুল লতিফ সিদ্দিক বলি এর মানে এই নয় বা এই কথার এই অর্থ নয় যে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলেন। দাবি যদি এমন হয় যে উরাইয়ার স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক ছিলো বা হাদিস বর্ণায় ভুল করেনি তবে মেনে নেওয়া যেতো, যেহতু স্বীকার করে নেওয়াই হয়েছে যে তার স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়েছিলো তবে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে তিনি ভুল বর্ণনা করেনি।

■ **আদ-দুবরাহ ফিল হাজি ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ৪২০।**

লেখকঃ আবু আবদুর রহমান ইয়াহইয়া ইবনু আলী আল-জুরি (আহালে হাদিস)

الذهبي في ترجمة هشام بن عروة من ميزان الاعتدال " لما تكلم فيه ابن القطان، فقال:

هشام بن عروة، أحد الأعلام، حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبداً، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا.

نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشيبية، فنسى بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا !
أهو معصوم من النسيان

ইমাম যাহাবী তাঁর "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থে হিশাম ইবন উরওয়ার জীবনীতে ইবনুল কাতান তার সম্পর্কে যা বলেছেন তা উল্লেখ করে বলেন:

"হিশাম ইবন উরওয়া বড় বড় আলিমদের একজন, তিনি হুজ্জাহ ও ইমাম। তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি কখনোই

সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিভ্রষ্ট হননি। আর আবুল হাসান ইবনুল কাতান যা

বলেছেন যে তিনি এবং সাহল ইবন আবি সালিহ 'মুখতালিত' (স্মৃতিভ্রষ্ট ও পরিবর্তিত) হয়েছিলেন এ কথার কোনো গুরুত্ব নেই এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। [১]

হ্যাঁ, তিনি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিলেন, এবং যুবক অবস্থার মতো তাঁর স্মরণশক্তি আর আগের মতো ছিল না। ফলে তিনি কিছু কিছু বিষয় ভুলে যেতেন বা বিভ্রান্ত হতেন। এতে কী হয়েছে? তিনি কি ভুলে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (মা'সূম) ছিলেন?"

PDF লিংক:

Source: مكتبة نور <https://share.google/yloUwS662M06DasX>

■ বিশ্লেষণ: [১] আমি আব্দুল লতিফ সিদ্দিক বলি এর মানে এই নয় বা এই কথার এই অর্থ নয় যে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলেন। দাবি যদি এমন হয় যে উরাইয়ার স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক ছিলো বা হাদিস বর্ণায় ভুল করেনি তবে মেনে নেওয়া যেতো, যেহেতু স্বীকার করে নেওয়াই হয়েছে যে তার স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়েছিলো তবে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে তিনি ভুল বর্ণনা করেনি।

■ আল-আরবাউন আল-আক্বিদিয়াহ, খন্ড: ১, পৃ:১০৬৯।

লেখক: আবু আব্দুর রহমান আয়মান ইসমাঈল (আহালে হাদিস)

قال الذهبي : هشام بن عروة أحد الأعلام، حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبداً، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطاً، وتغيراً.

نعم الرجل تغير قليلاً، ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسى بعض محفوظه

ইমাম যাহাবী বলেছেন:

"হিশাম ইবন উরওয়া একজন বড় আলেম, হুজ্জত ও ইমাম ছিলেন। তবে বৃদ্ধ বয়সে তার স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনোই 'মুখতালিত' (পূর্ণরূপে স্মৃতি-ভ্রষ্ট বা বর্ণনা-অবিশ্বাস্য অবস্থায় পতিত) হননি। আর আবু আল-হাসান ইবনুল কাতানের এই কথা-যে হিশাম এবং সুহাইল ইবন আবি সালিহ 'ইখতিলাত' (স্মৃতি-বিকৃতি) হয়েছেন ও পরিবর্তিত হয়েছেন এর কোনো গুরুত্ব নেই। [১]

হ্যাঁ, তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর স্মরণশক্তিতে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। যৌবনের সময়ের মতো তাঁর হিফয (মুখস্থ শক্তি) আর অবশিষ্ট ছিল না, ফলে তিনি কিছু কিছু বিষয় ভুলে যেতেন।"

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/pTQTPHeWhIHCLt3AW>

■ **বিশ্লেষণ:** [১] আমি আব্দুল লতিফ সিদ্দিক বলি এর মানে এই নয় বা এই কথার এই অর্থ নয় যে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলেন। দাবি যদি এমন হয় যে উরাইয়ার স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক ছিলো বা হাদিস বর্ণায় ভুল করেনি তবে মেনে নেওয়া যেতো, যেহতু স্বীকার করে নেওয়াই হয়েছে যে তার স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়েছিলো তবে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে তিনি ভুল বর্ণনা করেনি।

সূরা কামার এর ৪৬ সং আয়াত নাযিলের সময় আয়েশা একজন

কিশোরী ছিলেন:

যদিও বলা হয়, হযরত আয়েশার জন্ম ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু সহি বুখারীতে এসেছে, আল কোরআনের ৫৪ তম সূরা আল কামার এর আয়াত ৪৬ নং আয়াত নাযিল কালে তিনি একজন জারিয়া ছিলেন। এখন জারিয়া (২৬) মানে হলো কিশোরী।

■ সহীহ বুখারী (ভাওহীদ পাবলিকেশন), হাদিস নং ৪৮৭৬।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ}.

বর্ণনাকারী: ‘আয়িশাহ (রাঃ)

আয়াতটি মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তখন কিশোরী ছিলাম, খেলাধুলা করতাম।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ সহিহ বুখারী, হাদিস: ৭০১২।

مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْثِيفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهُ ثُمَّ أُرَيْتُكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْثِيفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهُ.

বর্ণনাকারী: আয়িশাহ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাকে ('আয়িশাহকে) বিয়ে করার আগে দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বয়ে

নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব সরিয়ে দিন। যখন সে নিকাব সরিয়ে দিল তখন আমি দেখতে পেলাম যে, সেই মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম, এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা সত্যে পরিণত করবেন। এরপর আবার আমাকে দেখানো হল যে, ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি (তার নিকাব) সরিয়ে দিন। সে তা সরিয়ে দিলে আমি দেখতে পাই যে, সেই মহিলা তুমিই। তখন আমি বললাম হয়ে থাকে তাহলে তিনি সত্যে পরিণত করবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৪০) এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫২৭,

◆ **বিশ্লেষণঃ** কিশোর কিশোরী বয়সের সময় সীমা হচ্ছে ১৩ থেকে ১৮ বছর। সূরা আল ক্বামার নাজিল হয়েছে মক্কায় ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে। তখন যদি আয়েশা (রাঃ) কিশোরী হয় তাহলে সর্বনিম্ন বয়স ১৩ হিসেবে করলেও ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে বিয়ের বয়স ১৯ বছর হয় ৬ কিংবা ৯ বছর না।

অল্প বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ দেওয়া নিষেধ

■ সুনানে আন-নাসায়ী, হাদীস: ৩২২১।

خُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَرَزَّهَا مِنْهُ»

বর্ণনাকারী: আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রহঃ)

আবু বকর এবং উমর ফাতিমা (সাঃ)-এর বিবাহের পয়গাম পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে তো অল্প বয়স্কা। এরপর আলী (আঃ) প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন।

সুনানে আন-নাসায়ী (ই:ফা:) হাদীস: ৩২২৪।

<https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=77252>

বিশ্লেষণঃ এই হাদীস থেকে স্পষ্ট যে অল্প বয়স্কা মেয়ে বিয়ে দেওয়া যায় না রসূল (সাঃ) এর কথা থেকেই প্রমাণিত।

আর এটা কখনোই রসূলের পক্ষে ন্যায় সংগত হবে না তিনি অল্প বয়স্কা ৬ বছরের মেয়ে শিশুকে বিবাহ করবেন। অতঃ, এ প্রমাণিত ইতিহাসের চরম মিথ্যাচার যে আশ্মাজান আয়শার বয়স যখন ৬ বছর তখন বিয়ে করেছে। হিসাম ইবনে উরাইয়ার শেষ বয়সে যে তার স্মৃতি শক্তি লোপ এটা তো সত্য। আর হ্যা এ কারনেই হাদীসটির সনদ ও মতন দুর্বল বলতে কোনো আপত্তি থাকে না।

আমি জানি আমার এই ব্যাখ্যা থেকে নাস্তিক ও উজবুক সুন্নীদের প্রশ্ন উঠবে:
সহীহ বুখারীর কোনো হাদীস দুর্বল নেই এই ব্যাপারে ইজমা রয়েছে আপনি কি
করে এই হাদীসকে বাতিল করতে পারেন?

জবাব: শুধু বুখারীর এই হাদীস না আমি বুখারী কে এবং পুরো বুখারীকে
বাতিল প্রমাণ করতে পারি উসুল অনুযায়ী, তার প্রমাণ দেখুন:

<https://www.facebook.com/share/p/1CPp3v3DxH/>

<https://www.facebook.com/share/p/187DT24y8M/>

<https://www.facebook.com/share/p/1B5dq3hjHc/>

নাস্তিকের প্রশ্ন: রসূল (সাঃ) যদি ৬ বছরের শিশুকে বিবাহ করার সময় অল্প
বয়স্কা মনে হয়নি তাহলে নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে কেন অল্প বয়স্কা মনে হচ্ছে?

জবাব: ইতি পূর্বেই আমি প্রমাণ করে দিয়েছি আশ্মাজান আয়শার বয়স ৬ নয়
বরং ১৯ ছিলো।

সুন্নী দাবী: আবু বকর, উমররা প্রস্তাব দেওয়ার আগেই আলী (রঃ) দিয়েছেন।
দলিল: তাবাকাতুল কুবরা, খন্ড, ১০, পৃ: ২০।

জবাব: আমরা আবোরো হাদীসটি দেখি

■ সুনানে আন-নাসায়ী, হাদীস: ৩২২১।

خَبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَرَوَّجَهَا مِنْهُ»

বর্ণনাকারী: আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রহঃ)

আবু বকর এবং উমর ফাতিমা (সাঃ)-এর বিবাহের পয়গাম পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সে তো অল্প বয়স্কা। এরপর আলী (আঃ) প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন।

◆ বিশ্লেষণঃ দেখুন হাদিসে বলাই হচ্ছে এরপর আলী (রাঃ) প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। আগে নয় কিন্তু। যাইহোক এখন আসা যাক তাবাকাতুল কুবরা, খন্ড, ১০, পৃঃ ২০ এই দলিলে কি আছে

■ তাবাকাতুল কুবরা, খন্ড, ১০, পৃঃ ২০।

লেখকঃ ইবনে সাদ (মৃঃ২৩০ হিঃ)

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر اليشكري أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي ، ا ، فقال : يا أبا بكر انتظر بها القضاء . فذكر ذلك أبو بكر لعمر ، فقال له عمر : ردك يا أبا بكر . ثم إن أبا بكر قال العمر : اخطب فاطمة إلى النبي ، ل ، فخطبها فقال له مثل ما قال لأبي بكر : انتظر بها القضاء . فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره ، فقال له : ردك يا عمر . ثم إن أهل على قالوا : لعل : اخطب فاطمة إلى رسول الله ، . فقال : بعد أبي بكر وعمر ؟ فذكروا له قرابته من النبي ، ، فخطبها فزوجه النبي ، ، فباع على بغيرا له وبعض متاعه فبلغ أربع مائة وثمانين . فقال له النبي ، : اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع (1)

মুসলিম ইবন ইবরাহীম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুনযির ইবন সাল্লাবা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আলবা (ইলবা) ইবন আহমার আল-ইয়াশকুরী থেকে বর্ণনা করেন-

নিশ্চয়ই আবু বকর নবী-এর নিকট ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন নবী বললেন:

"হে আবু বকর। এ ব্যাপারে (আল্লাহর) ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করো।"

আবু বকর বিষয়টি উমর কে বললেন। উমর বললেন:

"হে আবু বকর তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি)।"

এরপর আবু বকর উমর কে বললেন:

"তুমি নবী-এর কাছে ফাতিমার জন্য প্রস্তাব দাও।"

তখন উমর প্রস্তাব দিলেন। নবী তাকে একই কথা বললেন:

"এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করো।"

উমর এসে আবু বকরকে জানালেন। আবু বকর বললেন:

"হে উমর! তোমাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এরপর লোকেরা আলী (রাঃ)-কে বলল:

"তুমি রাসূলুল্লাহ-এর কাছে ফাতিমার জন্য প্রস্তাব দাও।"

আলী (রাঃ) বললেন:

"আবু বকর ও উমরের পর আমি (কিভাবে প্রস্তাব দিই)?"

তারা তাকে নবী-এর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন আলী (রাঃ) প্রস্তাব দেন, এবং নবী তার সঙ্গে ফাতিমা (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন করেন।

বর্ণনায় এসেছে-

আলী (রাঃ) তার একটি উট এবং কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করেন, যার মূল্য দাঁড়ায় ৪৮০ (দিরহাম)।

তখন নবী তাকে বললেন:

"এর দুই-তৃতীয়াংশ সুগন্ধি (ইত্যাদি)-তে ব্যয় করো এবং এক-তৃতীয়াংশ গৃহস্থালির জিনিসপত্রে ব্যয় করো।"

PDF লিংক:

◆বিশ্লেষণ: আলী (রঃ) যদি আগেই প্রস্তাব দিতেন তাহলে তিনি (সাঃ)

বলেই দিতেন যে আলী তোমাদের আগে প্রস্তাব দিয়েছে, আর এটাও বলতেন না যে তার (সাঃ) মেয়ের বয়স অল্প । অত, এব এটাই সত্য যে আলী (রঃ) পরেই প্রস্তাব দিয়েছে এবং রসূল (সাঃ) মেয়ের বয়স তখন হয়েছিলো বলেই আলী (রঃ) প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছে।

আচ্ছা যদি মেনে নেই যে আলী (রঃ) আগেই প্রস্তাব দিয়েছে

তাহলে রসূল (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী বলতে হবে (আস্তাগফিরুল্লাহ) আর রসূল (সাঃ) মিথ্যাবাদী নন।